মেহেরপুরে ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আবৃত্তিতে প্রথম উযায়ের আযমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত ইসলামিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেহেরপুরের উযায়ের আযমান।

সে প্রতিযোগিতার ‘ক’ বিভাগে (প্রথম থেকে সপ্তম শ্রেণি) অংশ নিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করে। উযায়ের আযমান মেহেরপুরের জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং মেরিনি ইঞ্জিনিয়ার আবু সালেহ মোহাম্মদ শুভর ছেলে।

এর আগে নজরুল বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায়ও মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। পরে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় খুলনায় অংশগ্রহণ করে।

উযায়ের আযমানের এ সাফল্যে তার পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা আনন্দিত। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও আরও সাফল্যের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন তার পরিবার।

গাংনীতে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে অন্ধ নারীর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নারীর বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ১২ হাজার ৮৯৯ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী পারেছা খাতুন গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন সকালে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শাহিনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে শুধু পারেছা কিংবা তার স্বামীই নন, তাদের দুই সন্তান সাত বছরের পারভেজ ও চার বছরের হামিমও জন্ম থেকেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এছাড়া পরিবারে রয়েছেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক ননদ। পরিবারের অধিকাংশ সদস্য প্রতিবন্ধী হওয়ায় স্থানীয়দের কাছে পরিবারটি পরিচিত ‘প্রতিবন্ধী সংসার’ হিসেবে।

আরো জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে পারেছার সঙ্গে শাহিনের বিয়ে হয়। অভাবের সংসারে স্বামীকে রাজমিস্ত্রির সহকারী হিসেবে কাজে পাঠান পারেছা। কাজ শেষে নিজেই আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন।

তবে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় অনেক সময় স্বামীর মজুরিও দেওয়া হয় অর্ধেক। সেই সামান্য আয়েই চলে তাদের সংসার। অভাব-অনটনের মধ্যেও ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নেননি পারেছা। ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করছেন। দৃষ্টিশক্তি না থাকলেও নিজ হাতে রান্না করা, ঘর গোছানো, সন্তানদের খাওয়ানো ও গোসল করানোসহ সংসারের প্রায় সব কাজই সামলান তিনি।

পারেছা খাতুনের অভিযোগ, গত রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল ৩টা ৩২ মিনিট থেকে ৫টা ১০ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি তাকে ফোন করেন। ফোনে তার ছেলে পারভেজের নামে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার কথা বলে এবং কার্ডের টাকা পাওয়ার প্রক্রিয়ার কথা জানিয়ে মোবাইলে আসা ওটিপি নম্বর দিতে বলা হয়। সরল বিশ্বাসে ওই ব্যক্তির কথামতো ওটিপি দেওয়ার পর তার বিকাশ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে তিন দফায় মোট ১২ হাজার ৮৯৯ টাকা অন্য একটি বিকাশ নম্বরে পাঠিয়ে নেওয়া হয়। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, তার ব্যবহৃত ০১৭২৯১৮৯৩৯২ নম্বরের বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে ০১৬২৫৫৭৯৪৯৯ নম্বরে তিন দফায় সেন্ড মানির মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পারেছা খাতুন লিখিত অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্ধকার জীবনে দুই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকার

সংগ্রাম করা পারেছার কাছে এই অর্থ ছিল অনেক বড় সম্বল। ফ্যামিলি কার্ডের আশ্বাসে সেই সামান্য সঞ্চয় হারিয়ে এখন চরম বিপাকে পড়েছেন তিনি।

গাংনী সীমান্তে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় মদ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের ৫০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

সোমবার (৯ নভেম্বর) ভোরে কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার শেওড়াতলা মোল্লাপাড়া মাঠে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিজিবির একটি চৌকস টহল দল। এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ৫০ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা মদগুলোর আনুমানিক সিজার মূল্য ৭৫ হাজার টাকা।

৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট রাশেদ কামাল রনি দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবি জানায়, উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

মেহেরপুরে তথ্যবিহীন শিশু খাদ্য বিক্রির দায়ে ৫০ হাজার

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

গ্রেপ্তারদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী এলাকায় ‘ইন্তাকানা’ নামে পরিচিত ইন্তাজুল হক। পুলিশের দাবি, তিনি চক্রটির অন্যতম মূল হোতা।

গত শনিবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের শুকুরকান্দি গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রোববার আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাইম হোসেন, পারভীনা খাতুন, ইন্তাজুল হক (ইন্তাকানা), তরিকুল ইসলাম, মিজানুর রহমান ও রেখা খাতুন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের সবার বাড়ি গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া এলাকায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইন্তাজুল এলাকায় ‘ইন্তাকানা’ নামে পরিচিত। একসময় ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি। তবে হঠাৎ করেই তাঁর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে বলে দাবি স্থানীয়দের। তাঁদের ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমানে শুকুরকান্দি গ্রামে তাঁর একটি পাকা দালান, দুটি মোটরসাইকেল, একটি মাইক্রোবাস ও একটি প্রাইভেট কার রয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়ার খলিসাকুণ্ডিতে তাঁর আরেকটি পরিবার রয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। সেখানে আরেক স্ত্রী ও দুটি পাকা বাড়ি রয়েছে বলেও তাঁদের দাবি। অতীতে একাধিক সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলেও স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনা রয়েছে। তবে এসব দাবির স্বাধীন সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ গণমাধ্যমকে বলেন, গোয়েন্দা তথ্য ও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় একটি প্রতারক চক্র সাধারণ মানুষকে টার্গেট করে সর্বস্বান্ত করছে।

তিনি বলেন, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি দল গাংনী থানা পুলিশের সহযোগিতায় হোগলবাড়িয়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ চক্রের ছয় সদস্যকে আটক করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া স্বর্ণালংকার জব্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সুকৌশলে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করত। বিশেষ রাসায়নিক বা অন্য কোনো উপায়ে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা ও মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

এ ধরনের প্রতারণা ‘শয়তানের নিঃশ্বাস’ বা স্কোপোলামিন-সংশ্লিষ্ট প্রতারণা হিসেবে পরিচিত।

সাধারণ পথচারী, সহজ-সরল মানুষ ও বিপদে পড়া যাত্রীরা মূলত তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন বলে পুলিশের দাবি। এভাবে মূল্যবান গহনা ও নগদ টাকা হাতিয়ে নিত চক্রের সদস্যরা।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফয়সাল মাহমুদ আরও বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় সুনির্দিষ্ট আইনে মামলা করা হয়েছে। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না এবং অতীতে কুষ্টিয়া ও আশপাশের এলাকায় তারা আর কী ধরনের অপরাধ করেছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশের অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গাড়ির চাপায় ৫ বছরের শিশু নিহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে চলন্ত ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা থেকে পড়ে একই গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ফারহান (৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রোববার (৮ নভেম্বর) সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে অসুস্থ এক আত্মীয়কে দেখতে আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে যাচ্ছিল ফারহান। সে চাঁদপুর গ্রামের রায়হানের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অটোরিকশায় যাত্রাকালে ফারহান তার দাদার কোলে গাড়ির সামনের আসনে বসে ছিল। পথিমধ্যে চলন্ত অটোরিকশা থেকে নিচে পড়ে যায় সে। এ সময় একই অটোরিকশার চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহত শিশুর পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুজিবনগরে ৫৫তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

‘করব সমবায়, গড়ব দেশ, সবার জন্য বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের মুজিবনগরে ৫৫তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০২৬ উদযাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

রোববার (৮ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপায়ণ দেবের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য সমবায় র্যালি বের করা হয়।

র্যালিটি উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মোহসিনুজ্জামান। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী খাদ্য পরিদর্শক গিয়াস উদ্দিনের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপায়ণ দেব।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর আনসার ব্যাটালিয়নের কমান্ডার জেসমিন আরা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান এবং মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী অমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলায় সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

‘[redacted], [redacted], [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুর সরকারি কলেজে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক উৎসব

রঙিন সাজসজ্জা, আনন্দ-উল্লাস আর উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে মেহেরপুর সরকারি কলেজের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

নবীন বরণ উপলক্ষে আজ রবিবার সকাল থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসে ছিল উৎসবের আমেজ। রঙিন ব্যানার, ফুলের সাজসজ্জা আর নবীন-প্রবীণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, একবার ভালো ফলাফল করে বসে থাকার সুযোগ নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সব সময় নিজেকে এগিয়ে রাখতে হবে এবং নতুন নতুন বিষয় শিখতে হবে। নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম ও কলেজের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আতাউর রহমান এবং নবীন বরণ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মো. কাউসার আলী।

আলোচনায় অতিথিরা নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম ও সামাজিক

কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কলেজের সুনাম ছড়িয়ে দেওয়া এবং মানবিক সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তাঁরা।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা রঙিন পাপড়ি ছিটিয়ে নবীনদের স্বাগত জানালে ক্যাম্পাসজুড়ে সৃষ্টি হয় আনন্দঘন পরিবেশ।

পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও নাট্য পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

বারাদীতে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শ্রমিক-কর্মচারীদের মানববন্ধন

ন্যায্য মজুরি বৃদ্ধি, নিয়োগপত্র প্রদানসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরের বারাদীতে মানববন্ধন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

আজ রোববার দুপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বারাদী কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

মানববন্ধনে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং নতুন মজুরি কাঠামো কার্যকরের দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিল্লাল, সাহাবুদ্দিন ও লুলু। এ ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে বক্তব্য দেন ইমন হোসেন ও আব্দুর রহিম।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক-কর্মচারীরা নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আসছেন। অথচ তাঁদের

অনেকেই এখনো নিয়োগপত্র পাননি। বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি।

তাঁরা আরও বলেন, প্রতিষ্ঠানে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ঘোষিত নতুন মজুরি কাঠামো দ্রুত কার্যকর করতে হবে।

এ সময় বক্তারা তাঁদের পাঁচ দফা দাবি দ্রুত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।